

আমরা জানি- কমপিউটার যত বেশি ব্যবহার হবে, যত বেশি সফটওয়্যার ও বিভিন্ন ইউটিলিটি ইনস্টল হবে, তত বেশি ধীর হতে থাকবে। বলা যায়, এটিই স্বাভাবিক এক প্রক্রিয়া। এছাড়া কমপিউটারের বিভিন্ন সমস্যার আরো অনেক কারণ রয়েছে।

ওয়েব সার্ফ দ্রুততর করা, ল্যাপটপের ব্যাটারির আয়ু বাড়ানো, গেমসেরের খসড়া বাড়ানো, উইন্ডোজকে দ্রুততর সময়ের মধ্যে চালু করা এবং পিসির আয়ু বাড়ানোর লক্ষ্যে ব্যবহারকারীর পাতায় এবার উপস্থাপন করা হয়েছে ১০টি প্রয়োজনীয় ও সহায়ক টিপ বা কৌশল।

এ লেখায় উল্লিখিত টিপ বা কৌশলগুলো আপনার হোম কমপিউটারের প্রয়োগ করতে পারেন। এর ফলে আপনি আরো বেশি জানতে ও বুঝতে পারবেন পিসি এবং উইন্ডোজ কিভাবে কাজ করে। এ লেখায় উল্লিখিত কৌশলগুলো কার্যকর করতে পারলে পিসির গতি যেমন বাড়বে, তেমনি আরো উন্নত হবে সিস্টেমের সিকিউরিটি।

০১. ওয়েব সার্ফিং দ্রুততর করা



ওয়েব অ্যাক্সেস যেকোনো www.comjagat.com সত্যিকার অর্থে কমপিউটারে তেমন কিছু প্রকাশ করে না। ব্রাউজারের যখন কোনো ওয়েব অ্যাক্সেস টাইপ করা হয়, পর্দার আড়ালে পিসি বা হার্ডিয়ার অংশই ফোকাস করবে সার্শিং-ই অহিপি অ্যাক্সেস যে পেজ ডাউনলোড করার জন্য দরকার। এই কাজটি করা হয় ডোমেইন নাম সিস্টেম (ডিএনএস) ব্যবহার করে। আপনার ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার তথা আইএসপি সাফটওয়্যার করে কম সংযত ও দ্রুততর। বিশ্বায়করণে এগুলোয় তিনু ফল পাওয়া যাবে ডিএনএস সার্ভার ব্যবহার করে। এর কারণ কিছু কিছু আইএসপি তাদের ডিএনএসের মাধ্যমে বিক করে ওয়েবসাইট অথবা কনটেন্টের ধরন। পক্ষান্তরে ডিএনএস সার্ভার অনেক দ্রুততর কাজ করে।

উইন্ডোজ ৭ ও ভিন্ডায় স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে নেটওয়ার্ক টাইপ করে Network and Network Sharing Center ক্লিক করুন। এবার কানেকশনে বিশেষ করে Local Area Connection অথবা Wireless-এ ক্লিক করুন। এবার আবির্ভূত ডায়ালগ বক্সে Properties বাটনে ক্লিক করুন এবং পরবর্তী ডায়ালগ বক্সে Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)-এ ডাবল ক্লিক করুন। এবার "Use the following DNS server address" সিলেক্ট করুন।

সেরা ১০ হোম কমপিউটার টিপ

তাসনীয় মাহমুদ

ডুগলের ডিএনএস ব্যবহার করার জন্য Preferred and Alternate DNS সার্ভার বক্সে 8.8.8.8 এবং 8.8.4.4 টাইপ করুন। অথবা OpenDNS ব্যবহার করার জন্য 208.67.222.222 এবং 208.67.220.220 টাইপ করুন। এবার OK-তে ক্লিক করুন পরিবর্তনগুলো সেভ করার জন্য।

এক্সপ্লিকিট স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে Control Panel → Network and Internet Connection-এ ক্লিক করুন নেটওয়ার্ক কানেকশন অনুসরণ করে। এবার নেটওয়ার্ক কানেকশনে ডান ক্লিক করে Properties-এ ক্লিক করুন। এরপর Internet Protocol (TCP/IP)-এ ডাবল ক্লিক করে উপরে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে ডিএনএস সার্ভার পরিবর্তন করার জন্য। OK-তে ক্লিক করুন পরিবর্তনগুলো সেভ করার জন্য।

০২. উইন্ডোজ স্টার্টআপ দ্রুততর করা



ওয়েব সফটওয়্যার উইন্ডোজের সাথে স্টার্ট হয়, সেগুলো সবকিছুকে ধীর করে ফেলেতে পারে। তাই ব্যবহারকারীর উচিত শুধু প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হওয়ার ব্যবস্থা করা। এই কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করা যায় প্রোগ্রাম সেটিংয়ের মাধ্যমে, তবে এগুলো উইন্ডোজের সাথে যুক্ত চালু না হয় অর্থাৎ থাকানোর কোনো উপায় নেই। তাই স্টার্ট মেনুর স্টার্টআপ ফোল্ডারে একটি এন্ট্রি খুঁজে দেখা উচিত।

উইন্ডোজ ৭ ও ভিন্ডায় স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে All Programs-এ ডান বাটনে ক্লিক করে বেছে নিন Open All Users অপশন। এক্সপি ব্যবহারকারীদের উচিত স্টার্ট বাটনে ডান ক্লিক করে Open All Users অপশন বেছে নেয়া। এবার স্টার্টআপ ক্লিক করার পর Programs-এ ডাবল ক্লিক করতে হবে। এরপর এই ফোল্ডার থেকে শর্টকাটকে মুভ বা ডিলিট করুন যাতে উইন্ডোজ স্টার্ট হওয়ার সময় সার্ফিং-ই প্রোগ্রাম/আপ্লি-কেশন খেমে যায়। যদি একে কাজ না হয়, তাহলে উইন্ডোজ কী চেপে ধরে R চালুন। এবার msconfig টাইপ করে এন্টার চালুন। এবার স্টার্টআপ ট্যাব সিলেক্ট করুন এবং

কাজিত প্রোগ্রাম থেকে টিক অপসারণ করুন যেগুলোকে আপনি চান না স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হোক। এক্ষেত্রে ডিভাইসাল বিষয় শনাক্ত করতে পারবেন।

০৩. ডেইরি করুন সুপার-সিকিউর গুয়ার্ডেস নেটওয়ার্ক



আপনার হোম গুয়ার্ডেস নেটওয়ার্ক WPA এনক্রিপশন সেট করলে বাধা দিতে পারবেন অনাকাঙ্ক্ষিত অবৈধ অ্যাক্সেসকে। তবে সুনির্দিষ্ট কমপিউটার অ্যাক্সেসকে সীমিত করতে পারলে আরো বেশি নিরাপদ থাকতে পারবেন।

প্রত্যেক ওয়াই-ফাই সফম ডিভাইসে কোড থাকে, যা মিডিয়া অ্যাক্সেস কন্ট্রোল অ্যাক্সেস তথা ম্যাক বা এমএসি হিসেবে পরিচিত। এই ম্যাক তথা এমএসি অ্যাক্সেস সাধারণত ডিভাইসের যেকোনো জায়গায় লেবেল হিসেবে ধ্রুত করা থাকতে পারে। অথবা সফটওয়্যারে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উইন্ডোজ পিসির জন্য প্রথমে উইন্ডোজ কী চেপে R চালুন। এরপর cmd টাইপ করে এন্টার চালুন এবং cmd উইন্ডোজে ipconfig/all টাইপ করে এন্টার চালুন।

একটি অ্যাডাওয়ারের এমএসি অ্যাক্সেস ফিজিক্যাল অ্যাক্সেস হিসেবে লিস্টেড হবে। ম্যাক তথা এমএসি অ্যাক্সেসের মাধ্যমে বেশিরভাগ হার্ডিয়ার সংযুক্ত ডিভাইসকে ফিল্টার করতে পারে। কোনো কোনো হার্ডিয়ার একটি অপশন থাকে, যা নতুন কোনো ডিভাইসকে নেটওয়ার্ক অনুমোদন করে না। আবার কোনো কোনো হার্ডিয়ারে Wireless লেকশনে একটি পেজ থাকে, যা MAC Address Control হিসেবে পরিচিত। এতে ক্লিক করুন এবং ম্যাক অ্যাক্সেস মুভ করুন, যা আপনি অনুমোদন করতে চান। এবার Apply-তে ক্লিক করে Apply Changes-এ ক্লিক করতে হবে। আরো বিস্তারিত জানার জন্য হার্ডিয়ার ম্যানুয়াল নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে।

০৪. সিলেক্ট করা প্রোগ্রামের গতি বাড়ানো উইন্ডোজ একসাথে কয়েকটি ভিনু ভিনু প্রোগ্রাম চালু করতে পারে। অনেক কাজ চালু থাকায় আপনার কাজের গতি কমে যাবে এটাই স্বাভাবিক। এ সমস্যা ফিল্ড করার জন্য উইন্ডোজ

সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামের জন্য আরো বেশি প্রসেসিং পাওয়ারের কথা বলে।



এবার Taskbar-এ ডান ক্লিক করে Task Manager বেছে নিতে হবে। এবার Processes ট্যাব সিলেক্ট করে প্রোগ্রাম সশিফট এন্ট্রি বুকে বের করে ডান ক্লিক করুন। এরপর Set Priority নির্দিষ্ট করে একটি প্রায়োরিটি সোর্টিং সিলেক্ট করতে হবে। তবে Realtime বেছে নেয়া ঠিক হবে না, যদি না আপনার কাজ সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হতে পারছেন। আপনার বেছে নেয়া প্রায়োরিটি স্থায়ী নয়, তাই যখন পিসি রিস্টার্ট করা হয় তখন ওই সেট করা প্রায়োরিটি হুলে যায়। তবে প্রায়োরিটি স্থায়ীভাবে সেট করতে পারবেন বাড়তি সফটওয়্যার ব্যবহার করে।

০৫. হয়ে উঠুন বেনামী এবং অনুসরণশ্যে
বিশিষ্টা বিভিন্ন ওয়েব ব্রাউজারের আছে প্রাইভেট ব্রাউজিং মোড, যা ব্যবহার করে আপনি সীমিত করতে পারবেন আপনার ভিজিট করা ওয়েবসাইটের রেকর্ড হওয়া কথা। তবে অনলাইনে আপনার কার্যকলাপের চিহ্ন থেকেই যাবে। প্রকৃত বেনামীর জন্য প্রোক্সির অনেক অফার রয়েছে। এগুলো ভাটিনলোভ করে নি। থেকেই এগুলো ব্যবহার করে অ্যানালাইসিস করতে পারবেন আপনার ব্রাউজিংকে।
আপনাকে ট্র্যাকের জন্য এটি অবশ্য খ্যাখ্য উপায় নয়, কেননা আপনাকে ট্র্যাক করার জন্য আবার কিছু অ্যাডভান্স উপায় রয়েছে।

০৬. নতুন থেকে কমপিউটারে অ্যাক্সেস করা



এমন এক সময় আসবে, যখন এক কমপিউটার থেকে আরেক কমপিউটারে অ্যাক্সেস করা যোগ্যজন হবে, আবার অন্যরা সম্ভবত তার সহায়তা অফার করবে বা গ্রহণ করবে। তখন থেকে কমপিউটারে অ্যাক্সেস পরীক্ষা করার জন্য সবচেয়ে ভালো হয় সমসাময়িক কমপিউটার নিয়ে বসে, তারপর ভালো হয় রিমোট অ্যাক্সেসে চেষ্টা

করা। এক্ষেত্রে টিমভিউয়ার এক চমককার টুল। এই টুলের জন্য উইন্ডোজ, অধিভাগের ভার্সিওন যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে ম্যাক, লিনাক্স এবং আন্ড্রয়ড ডিভাইসের ভার্সিওন। উইন্ডোজ ভার্সিওন নিয়মিতভাবে ব্যবহারের জন্য ইনস্টল করা যায় অথবা পোর্টেবল অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এর দাবি হচ্ছে এটি কোনো চিহ্ন পেছনে রেখে যায় না। এটি আপনার বিশ্বস্ত লোকদেরকে রিমোট অ্যাক্সেসের সুবিধা অফার করেন। তাই এটি আপনার কমপিউটার এবং ডকুমেন্টের পুরো নিয়ন্ত্রণের সুবিধাও অফার করে।
০৭. ব্যাটারির আয়ু উন্নত করা



উইন্ডোজ ৭ ও ভিষ্টার Power Scheme ব্যবহার করে ল্যাপটপের আয়ু বাড়ানো যায়। এই মোড পাওয়ার সেভ করার জন্য প্রসেসরকে ধীর করে এবং ফন দরকার হয় তখনই দ্রুততম গতিতে রান করতে দেয়। এ কাজটি মোটামুটিভাবে তৎক্ষণিকভাবে করে। সুতরাং এ কর্মকান্ড খুব কমই বুঝা যাবে।

স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে Power টাইপ করুন এবং Power Options-এ ক্লিক করুন। এবার 'Balanced (recommended)' রেডিও বাটন সিলেক্ট করে উইন্ডো বন্ধ করুন। ল্যাপটপ ব্যবহার করে ভিন্ন সেটিং, যেহেতু ল্যাপটপে পাওয়ার যুক্ত থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। সুতরাং এই টিপ বা কৌশলটি দু'বার সর্বাধিক করতে হবে। একবার বিদ্যুৎ সংরক্ষণ অবস্থায়, অ্যাক্সেসের বিদ্যুৎবিহীন তথা বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন অবস্থায় কার্যকর করতে হবে। আপনি Power Saver অপশন বেছে নিয়ে খুব সামান্যই ব্যাটারির আয়ু সেভ করতে পারবেন। যদিও এতে পারফরম্যান্স কিছুটা কমে যায়।

০৮. উইন্ডোজ ডেস্কটপে সম্প্রসারণ করা
যদি আপনি উইন্ডোজ ডেস্কটপ স্পেসে পাওয়ার সবচেয়ে সেরা উপায় হলো দ্বিতীয় একটি মনিটর যুক্ত করা। যদি আপনার কমপিউটারে একটি ডেস্কটপে গ্রাফিক্সকার্ড থাকে, তাহলে সেখানে অংশী একটি দ্বিতীয় অ্যাউটপুট সংকেত থাকবে। নতুন মনিটর কেনার আগে এ বিষয়টি ভালো করে চেক করে নি। ভিজিও (VGA) সংকেতের প্রকৃতা হলো নীল বর্ণের হওয়া, আর আনুগিক ভিজিআই (DVI) ধরনেরওগুলো সাদা বর্ণের। কিছু ডিভিআই সংকেত ডিজিএতে রূপান্তর করা যায় একটি অ্যাডাপ্টার দিয়ে, যদি সেখানে একটি চার পিনের সেট থাকে।

যদি আপনার কমপিউটার ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স অর্থাৎ গ্রাফিক্সকার্ডের পরিবর্তে মাদারবোর্ডে গ্রাফিক্স চিপসির্ভর হয়, তাহলে একটি নতুন গ্রাফিক্সকার্ড দরকার হতে পারে। ধরুন আপনি একটি সর্বজনীন গেম বেগতে চাচ্ছেন না, তাহলে একটি সস্তা কার্ডই কাজ করবে। কার্ড ও মনিটর একবার সেট করা হলে উইন্ডোজের উচিত হবে নতুন মনিটর শনাক্ত করা এবং উইন্ডোজ ডেস্কটপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্প্রসারিত হবে ক্লিন পূর্ণ করার জন্য। এটি যেভাবে কাজ করে তা অর্থাৎ করার জন্য ওয়ালপেইন্টে Windows Desktop-এ ডান ক্লিক করে Properties সিলেক্ট করে Settings ট্যাবে সিলেক্ট করুন। উইন্ডোজ ৭ এবং ভিষ্টার ফেরে স্টার্টে ক্লিক করে Control Panel → Hardware → Sound → Personalize-এ ক্লিক করে সবচেয়ে Display Settings-এ ক্লিক করুন।

০৯. পিসি আয়ু দীর্ঘায়িত করা
কমপিউটারের সব অংশ ভালো রাখা সর্বমুখ্য। তবে প্রসেসর ও গ্রাফিক্সকার্ড সবচেয়ে বেশি তাপ সৃষ্টি করে। তাই কমপিউটারের সাথে সবসময় স্পঞ্জ করা হয় কিছু কুলিং ইউইউইমেট। সাধারণত একটি ফ্যানের সাথে জুড়ে দেয়া হয় একটি বাতুর হিটসিঙ্ক। এছাড়া আরো কিছু বিকল্প উপায় থাকে, যা কমপিউটারকে ঠাণ্ডা রাখে এবং শব্দ কমায়। এর ফলে কমপিউটারের আয়ু দীর্ঘ হয়। তাই সিস্টেমের দীর্ঘায়িতকরণ করা বেছে নিতে হবে ভালো হিটসিঙ্ক এবং ফ্যানের সমন্বয় বা ওয়াটার কুলিং। হিটসিঙ্ক এবং ফ্যানের সমন্বয় ব্যবহার হয় বড় ফানে যা দক্ষতার সাথে অনেক বেশি বাতাস বের করতে পারে। তবে প্রসেসর থেকে তাপ বের করার জন্য সবচেয়ে ভালো হয় ওয়াটার কুলিং সিস্টেম ব্যবহার করা।

১০. প্রসেসরের কার্যকারিতা বাড়ানো
যদি আপনি মনে করেন কমপিউটারের স্পিড বাড়তে পারলে আপনার কমপিউটার আরো ভালো কাজ করতে পারবে, তাহলে এটি সম্ভব হতে পারে প্রসেসরকে দ্রুততর রান করিয়ে। আর এ কাজটি করা সম্ভব টেকনিক্যাল ক্লিক ব্যবহার করে, যা ওভারক্লকিং হিসেবে পরিচিত। বেশিরভাগ প্রসেসর যেভাবে সরবরাহ করা হয় অর্থাৎ যে স্পিডে কাজ করে উল্লেখ থাকে তারচেয়ে দ্রুততর করা সম্ভব এই ওভারক্লকিংয়ের মাধ্যমে।

লক্ষণীয়, প্রসেসরের স্পিড নির্দিষ্ট করা হয় মাদারবোর্ডের ব্রুক সার্কিট দিয়ে স্পিডের জনিতের ওপর ভিত্তি করে। কমপিউটার ফন প্রথম স্টার্ট করা হয় তখন বায়োস ক্লিনে অ্যাক্সেস করে উভয় সেট করা যায়। এবানে মস্টিং-রায়রকে বাড়ানো প্রসেসর অধিকতর দ্রুততর রান করবে তথা কাজ করবে। এটি ওভারক্লকিংয়ের বিপরীত। তবে ওভারক্লক করা সমস্যা সত্তর্বেই কাজ করতে হবে এক নিজ পরিদৃষ্ট করতে হবে। কেননা, ওভারক্লকিংয়ের কারণে প্রসেসরের কোনো ক্ষতি হলে কমপিউটার বিক্রোতা দায়ভার বহন করবে না।